



ঢাকার যানজট নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর ৭ সিদ্ধান্ত



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর যানজট কমানো, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ফেরাতে সাতটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। শনিবার (৩০ আগস্ট) তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং বিষয়টি জানিয়েছে।

বৈঠকে এক্সপ্রেসওয়ে ও ফ্লাইওভারে টোল আদায়ের প্রক্রিয়া দ্রুত করতে আগামী চার মাসের মধ্যে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ইটিসি) চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ অ্যাপ তৈরির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

রাজধানীর ভেতরে বাসের চাপ কমাতে ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল কেরানীগঞ্জে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্থায়ী টার্মিনাল নির্মাণে সময় লাগায় আপাতত বিলম্বিত প্রকল্প এলাকায় ১৫ একর জমিতে চার মাসের মধ্যে অস্থায়ী টার্মিনাল তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারে যানজটের কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের পথ বের করতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) তৈরি করা প্রতিবেদন পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের সুপারিশসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ১৫ দিনের মধ্যে দিতে বলা হয়েছে। পরে সিটি করপোরেশন ও ট্রাফিক পুলিশ যৌথভাবে তা বাস্তবায়ন করবে।

শহরের কেন্দ্রীয় অংশে যানবাহনের চাপ কমাতে কারওয়ান বাজারের কিচেন মার্কেট দ্রুত গাবতলী এলাকায় স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে গাবতলী বাস টার্মিনালের পেছনের অংশ সম্প্রসারণ করে এর ধারণক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ কাজ দ্রুত শেষ করতে সড়ক বিভাগ, ট্রাফিক পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

সচিবালয় ও আশপাশের এলাকায় যানজট কমানোর লক্ষ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন এবং সন্তাব্য অন্যান্য স্থানে পার্কিং সুবিধা তৈরির সন্তাব্যতা যাচাই করা হবে।

এ ছাড়া রাজধানীতে অটোরিকশা চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার আওতায় আনতে পৃথক নীতিমালা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। খুব শিগগিরই এ নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু হবে। অনুমোদন ছাড়া চলাচলকারী ডাবল ডেকার ও স্লিপার বাসের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বৈঠকে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি দূর করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। কাজ বাস্তবায়নে কোনো ধরনের গড়িমসি না করার বিষয়েও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ, সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুস সালাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।